প্রথম আলো আন্তর্জাতিক

সাবেক স্ত্রীর দাবি

অরল্যান্ডোর হামলাকারী ‘মানসিকভাবে অস্থির’ ছিলেন

অনলাইন ডেস্ক | আপডেট: ২০:৩৮, জুন ১৩, ২০১৬

যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার অরল্যান্ডোর ‘পালস ক্লাব’ নামে সমকামীদের নৈশ ক্লাবে হামলাকারী বন্দুকধারী ওমর মতিন ‘মানসিকভাবে অস্থির’ ও ‘হতাশ’ ছিলেন বলে দাবি করেছেন তাঁর সাবেক স্ত্রী। বিবিসি অনলাইনের খবরে আজ সোমবার এ কথা জানানো হয়।

মতিনের সাবেক স্ত্রীর নাম সিতরা ইউসুফি। ২০০৯ সালে তাঁদের বিয়ে হয়। সেই বিয়েটা চার মাস টিকেছিল। সিতরা দাবি করেন, তাঁর পরিবার যখন জানতে পারে যে তিনি শারীরিকভাবে নিগৃহীত হচ্ছেন, তখন তাঁকে তাঁদের কাছে নিয়ে যায়। অল্প কয়েক মাসের বিবাহিত জীবনে মতিন তাঁকে কাপড়চোপড় ধোয়ার মতো ছোটখাটো বিষয় নিয়েও মারধর করতেন। মতিন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলে আশপাশের সবকিছু নিয়ে বিদ্বেষমূলক কথা বলতেন। তিনি মানসিকভাবে অস্থির ও অসুস্থ ছিলেন, আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি।

গতকাল রোববার যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে ভয়াবহ এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। জঙ্গিগোষ্ঠী ইসলামিক স্টেট (আইএস) এ হামলার দায় স্বীকার করেছে। তবে আইএস আসলেই জড়িত কি না, মার্কিন কর্তৃপক্ষ এখনো এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়নি।

মতিন জিফোরএস নামের যে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন, সেই প্রতিষ্ঠান থেকে জানানো হয়েছে, কাজের অংশ হিসেবে মতিন বন্দুক বহন করতেন।

অরল্যান্ডো পুলিশ জানিয়েছে, ওমর মতিনের জন্ম ১৯৮৬ সালে। আফগান বংশোদ্ভূত ২৯ বছর বয়সী ওমরের বাড়ি ফ্লোরিডায় পোর্ট সেন্ট লুইসে।

হামলার ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন হামলাকারীর বাবা। ওমর মতিনের বাবা মীর সিদ্দিক এনবিসি নিউজের কাছে দাবি করেন, কয়েক মাস আগে মায়ামিতে এক সমকামী যুগলকে চুম্বন করতে দেখে তাঁর ছেলে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। এই হামলার সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। পরিবারের পক্ষ থেকে দুঃখ প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'পুরো ঘটনার জন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি। সে (ওমর) যে এমন কাজ করবে, তা আমরা বুঝতে পারিনি। পুরো দেশের মতো আমরাও স্তম্ভিত।'

হামলার ঘটনাকে 'বিদ্বেষপ্রসূত ও সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম' হিসেবে অভিহিত করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। তিনি বলেছেন, একজন মার্কিন নাগরিকের ওপর হামলার অর্থ সব মার্কিনের ওপর হামলা। সন্ত্রাসবাদী কাজ হিসেবে হামলার ঘটনাটি তদন্ত করছে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা এফবিআই।